সময়ের কণ্ঠস্বর

তারিখ ... 26 DEC 2016
পৃষ্ঠা ...

শাবির তিন ছাত্র হলে অবৈধভাবে ছিলেন ৪২৩ জন

বৈধরা উঠতে শুরু করেছেন

■ শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) আবাসিক হলগুলোয় উঠতে শুরু করেছেন বৈধ ছাত্ররা। গতকাল রোববার সকাল থেকে পরিচয়পত্র যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বৈধ ছাত্রদের তিনটি হলে ওঠার অনুমতি দেয় হল প্রশাসন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ১৭১ জন বৈধ ছাত্র হলে উঠেছেন।

হল প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, শাবির তিনটি আবাসিক ছাত্রহলে সর্বমোট ১০৪৩ আসন রয়েছে। এসব আসনে মোট ৬২০ জন ভর্তি শিক্ষার্থী আছেন। বাকি ৪২৩টি আসনে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পক্ষের কর্মীরা অবৈধভাবে থাকতেন। শাহপরান হলে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ৩৫২ জন শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু হলে ৫২৮ আসনের বিপরীতে ২৩৫ জন এবং সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ৬৫ আসনের বিপরীতে ৩৩ জন ভর্তি শিক্ষার্থী ছিলেন। অবৈধ ছাত্রদের মধ্যে শাহপরাণ হলে ৯৮, বঙ্গবন্ধু হলে ২৯৩ এবং সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ৩২ জন থাকতেন। বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও হলে সিট বরাদ্দের জন্য আবেদন না করায় অবৈধভাবে থাকা ছাত্রদের আসনগুলো শূন্য ঘোষণা করা হয়। অবৈধভাবে থাকা ছাত্রদের পুনরায় সুযোগ দিতে ছাত্রলীগের গুরুত্বপূর্ণ পদধারী অনেক নেতা তদবির করছেন বলেও জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক। গত মঙ্গলবার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু'পক্ষে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণে ঘটনায় গত বুধবার শাবি বন্ধ ঘোষণা করে প্রশাসন। তবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হলেও আবাসিক ছাত্রহলগুলো বন্ধ রাখা হয়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল রোববার থেকে ছাত্রহলগুলো বৈধ ছাত্রদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট ড. এসএম হাসান জাকিরুল ইসলাম জানান, যেসব শিক্ষার্থীর হলে থাকার মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে তাদের মধ্যে কয়েকজন পুনরায় বরাদ্দের আবেদন করেছে। শূন্য আসন বরাদ্দের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি।